বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর
বার্ষিক অডিট রিপোর্ট
২০১৭-২০১৮

প্রথম খণ্ড

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

অর্থ বছর: ২০১৬ ও তৎপূর্ববর্তী সালের হিসাব সম্পর্কিত

শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর

দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫ (১) অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	মুখবন্ধ	-
২	Abbreviations & Glossary	-
৩	প্রথম অধ্যায়	১-৫
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৫
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
	অডিটের সুপারিশ	৫
৪	দ্বিতীয় অধ্যায় (অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)	৭-৩৩
৫	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	৩৩
৬	অনুচ্ছেদভিত্তিক পরিশিষ্ট	দ্বিতীয় খণ্ড

মুখবন্ধ

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১২৮(১) এবং দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫ অনুযায়ী বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল সকল Public Enterprise এর হিসাব নিরীক্ষা করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। অর্থ মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ এর ২০১৩ হতে ২০১৫ সালের এবং অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৬ ও তৎপূর্ববর্তী সালের হিসাব কার্যক্রমের ওপর শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে নিরীক্ষাপূর্বক এ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অনিয়মসমূহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের নজরে আনয়ন করাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, প্রতিষ্ঠানের অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে।

৪। এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত ১০ টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ অফিস প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের মুখ্য হিসাবদানকারী কর্মকর্তা বরাবর উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত লিখিত জবাব বিবেচনাপূর্বক এ প্রতিবেদন চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৫। এ নিরীক্ষা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারিকৃত Government Auditing Standards অনুসরণ করা হয়েছে।

৬। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা-৫(১) অনুযায়ী এ নিরীক্ষা প্রতিবেদন মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখঃ ০৫/০৬/১৪২৭...বঙ্গাব্দ
২০/০৯/২০২০...খ্রিষ্টাব্দ

Abbreviations & Glossary

১	Acceptance	Commitment to pay against LC	এক ব্যাংকের শাখা অন্য ব্যাংকের শাখার উপর এলসি ইস্যু করলে উক্ত Acceptance দিতে হয়।
২	BTB (বিটিবি)	Back To Back	রপ্তানি ঋণপত্র
৩	CIB	Credit Information Bureau	বাংলাদেশ ব্যাংকে রক্ষিত গ্রাহকের ক্রেডিট ইনফরমেশন।
৪	CRC	Central Rating Committee	আবেদনকৃত ঋণের রেকর্ডপত্র যাচাই করে ঋণটির গুণগত মান নির্ধারণ করার কমিটি।
৫	C.C(HYPO) সিসি হাইপো)	Cash Credit Hypothecation	জমি বন্ধকীর বিপরীতে ঋণ সুবিধা কমপক্ষে ১.৫ গুণ। অর্থাৎ ঋণাংকের কমপক্ষে ১.৫ গুণ সম্পত্তি বন্ধক নিতে হবে।
৬	Cost of Fund :	-	মূল ঋণ (আসল টাকা), মামলা খরচ এবং ব্যাংকের প্রাতিষ্ঠানিক খরচ সহ মোট ব্যয় কভার করার নাম Cost of Fund । Cost of Fund কভার না করে সুদ মওকুফ করা যাবে না।
৭	CC(Pledge)	Cash Credit (Pledge)	ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে ঋণগ্রহীতার নিজস্ব গুদামে রক্ষিত মালামালের বিপরীতে ঋণ সুবিধা (গুদামে রক্ষিত মালামালের সর্বোচ্চ ৮০% ঋণ সুবিধা)।
৮	DF	Doubt Full	সন্দেহজনক খেলাপি ঋণ।
৯	EEF (ইইএফ)	Equity and Entrepreneurship Fund	উদ্যোক্তা তৈরীতে সমমূলধনী সহায়তা তহবিল। কৃষি ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নের জন্য দেয়া হয়।
১০	ECC (ইসিসি)	Export Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী, হিমায়িত খাদ্য, চামড়া ইত্যাদি রপ্তানির ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা।
১১	ETP(ইটিপি)	Effluent Treatment Plant	পরিবেশ দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ETP স্থাপন করতে হয়।
১২	FL(Funded liability)	-	এলসি দায় ব্যতীত সকল দায় ফান্ডেড দায়। আর্ন্তজাতিক ঋণ ব্যতীত দেশীয় ঋণসমূহ যে সকল ঋণ ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের হিসাবের বিপরীতে পরিশোধিত হয়। যেমন:-সিসি(হাইপো), সিসি(প্লেজ), প্রকল্প ঋণ, কৃষি ও অকৃষিজ ঋণ। গৃহনির্মাণ ঋণ, ভোগ্যপন্য ঋণ, ওডি, এসওডি। এসব ঋণ এলসি ঋণ খোলা ব্যতীত সরাসরি ফান্ডেড দায়। তাছাড়া এলসির মাধ্যমেও কিছু কিছু দায় ফান্ডেড দায় হিসাবে সৃষ্টি হয়। যেমন:- আমদানি ঋণ:-লিম, এলটিআর, পিএডি ইত্যাদি। রপ্তানি এলসির বিপরীতে পিসি, ফোর্সড লোন(রপ্তানি ব্যর্থতায় ঋণ)।
১৩	FBPN (এফবিপিএন)	Foreign Bill Purchase Negotiation	রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসিত না হলে স্থানীয় ব্যাংক বিদেশী ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করে দায় সমন্বয়ের চেষ্টা করে।
১৪	FL/DL(ফোর্সড লোন / ডিমান্ড লোন)	(Forced Loan/ Demand Loan)	রপ্তানি ব্যর্থতায় আমদানিকৃত মালামালের মূল্য ব্যাংক কর্তৃক পরিশোধ করে পার্টির নামে ফোর্সড লোন/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি করা হয়।
১৫	FBP (এফবিপি)	Foreign Bill Purchase	রপ্তানি কার্যক্রম সম্পন্ন হলে স্থানীয় ব্যাংক রপ্তানিকারকের বিল ক্রয় করে।
১৬	FC (Account) (এফসি একাউন্ট)	Foreign Currency (Account)	বৈদেশিক মুদ্রা আগমনের ক্ষেত্রে FC (Account) খুলতে হয়।
১৭	ICB	Investment Corporation of Bangladesh	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ।
১৮	IFBC	Inward Foreign Bill for Collection	এটি একটি আমদানি ঋণ। ইহা নন ফান্ডেড দায়। আমদানিকারক কোন কারণে অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হলে এলসি

			ইস্যুকারী ব্যাংক ফোর্সড লোন সৃষ্টি করে মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য হয়। তখন এটি ফান্ডেড দায়ে পরিণত হয়।
১৯	IDCP (আইডিসিপি প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)	Interest During Construction Period	প্রকল্প ঋণ বিতরণ এবং আদায়ের মধ্যবর্তী সময়কালের সুদ।
২০	ISSAI	International Standards for Supreme Audit Institutions	
২১	LC (এলসি)	Letter of Credit	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য
২২	LTR (এলটিআর)	Loan Against Trust Receipts	আমদানি ঋণ পত্রের বিপরীতে সৃষ্ট ঋণ।
২৩	LIM (লিম)	Loan against Imported Merchandise	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে LIM গুদাম না থাকা সাপেক্ষে আমদানিকারককে এ সুবিধা দেয়া হয়।
২৪	Non-funded liability	-	এলসি খোলার বিপরীতে আর্ন্তজাতিক ঋণ। যেমন:-ব্যাক টু ব্যাক এলসি, এলসি গ্যারান্টি ইত্যাদি দায় নন-ফান্ডেড দায়।
২৫	PAD (পিএডি)	Payment Against Document	Arrangement under which a buyer can get the delivery (shipping) documents only upon full payment of the invoice or bill of exchange. Cash L/C at sight(Import L/C) এর ক্ষেত্রে Documents ব্যাংকে রেখে এ ঋণ সুবিধা দেয়া হয়।
২৬	PC (পিসি)	Packing Credit	রপ্তানি পূর্ব মালামাল প্যাকিং করার ক্ষেত্রে ঋণ সুবিধা (রপ্তানি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০%)
২৭	PSC (পিএসসি)	Pre-Shipment Cash Credit	গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীর ক্ষেত্রে রপ্তানি পূর্ব ঋণ সুবিধা
২৮	STL (এসটিএল)	Short term loan	স্বল্পমেয়াদী মঞ্জুরীকৃত ঋণ। যে ঋণের মেয়াদ সাধারণত ০৩(তিন) মাস থেকে ০৬(ছয়) মাস তবে অনেক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর মেয়াদের হয়।
২৯	SME (এসএমই)	Small and Medium Entrepreneur	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তা
৩০	SMA	Special Mention Account	পরপর দু'টি কিস্তি খেলাপি হলে সে গ্রাহকের হিসাবকে SMA হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
৩১	SS	Sub Standard	পরপর তিন থেকে ছয়টি কিস্তি খেলাপি হলে সে গ্রাহকের হিসাবকে SS হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
৩২	অর্থ ঋণ আদালত আইন ২০০৩ এর ৪৬ ধারা	-	কোন ঋণ হিসাব মন্দ/কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে উক্ত আইনের ধারা বলে ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে মামলা করা হয়।
৩৩	পুন:তফসিল	-	কোন ঋণ হিসাব শ্রেণীকৃত হলে ঋণ গ্রহীতার অনুরোধে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করার জন্য ঋণ হিসাব পুনঃতফসিলীকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডাউনপেমেন্ট নেয়া বাধ্যতামূলক।
৩৪	ডাউন পেমেন্ট	-	পুনঃতফসিলীকরণের ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে মোট ঋণাংকের স্বপক্ষে ১০% ডাউন পেমেন্ট নেয়া হয়।
৩৫	আরোপিত সুদ	-	ঋণ স্থিতির উপর ধার্যকৃত সুদ।
৩৬	অনারোপিত সুদ	-	ঋণ হিসাব মন্দ/ কু-ঋণে শ্রেণীকৃত হলে লেজার স্থিতির উপর সুদ চার্জ না করে পৃথকভাবে যে সুদ হিসাব করা হয়।
৩৭	ব্লক ঋণ সুবিধা হিসাব	-	ঋণ গ্রহীতার একাধিক ঋণ হিসাব থাকলে কোন একটি বা ততোধিক হিসাবে সুদ চার্জ না করে ব্লক রাখা হয়। সাধারণতঃ প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি যাতে বন্ধ না হয় সে

			লক্ষ্যে ব্যাংক কর্তৃক ঋণ গ্রহীতাকে আলোচ্য সুবিধা দেয়া হয়।
৩৮	এন,আই, এ্যাক্ট ১৮৮১	Negotiation Instrument Act-1881	ঋণ গ্রহীতার নিকট হতে অগ্রিম গৃহীত চেক সময়মত ফান্ডের অভাবে প্রত্যাখ্যাত (Dishonors) হলে উক্ত আইনে মামলা করা যায়।
৩৯	বিএমআরই	Balancing, Modernization, Rehabilitation and Expansion.	প্রকল্প আধুনিকীকরণের নিমিত্তে গৃহীত কার্যক্রম।
৪০	এলডিবিপি	Local Document Bill Purchase	স্বীকৃত স্থানীয় ঋণ পত্রের বিপরীতে রপ্তানিকারকের রপ্তানি মূল্যের উপর বিল ক্রয় বাবদ ঋণ।
৪১	ডেফার্ড এলসি	-	A type of letter of credit that defers payment until an agreed point after the shipping documents have been presented by the exporter.
৪২	বড্রু	Bordereaux	পুনঃবীমা প্রিমিয়াম, কমিশন ও লসেস পেইড সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী, যাতে সাধারণ বীমা কর্পোশেন এর সাথে স্ব স্ব বীমা কোম্পানির দেনা পাওনা সংরক্ষিত থাকে।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত অর্থ টাকায়
	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।	
১	আইসিবির সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ইনভেস্টর হিসেবে লোনের ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং জামানত অপেক্ষা দায় বেশি হওয়ায় ও হিসাবসমূহ রুগ্ন হিসাবে পরিণত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি।	২১০,১৬,১৮,৬০৩
২	আইসিবি সিকিউরিটিজ কোম্পানি লিঃ এর স্বল্প মেয়াদি ঋণের বকেয়া পাওনা মেয়াদোত্তীর্ণ ও দীর্ঘদিন পরও আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ।	১৮১,৯৮,০০,০০০
৩	ব্যবসা চলমান না থাকা এবং আদায় না হওয়ায় ডিবেঞ্চার ঋণের খেলাপি অনাদায়	৩,৩৩,৭০,০০০
৪	ইনভেস্টর মার্জিন ঋণ হিসাবে অস্বাভাবিক লেনদেন করা, ঋণসীমা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান এবং আদায় না হওয়ায় মার্জিন ঋণের টাকা সন্দেহজনক ও মন্দ ঋণে পরিণত এবং মুনাফা না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে মুনাফা প্রদর্শন।	২৭৫,৯৫,৫৮,০০০
	মোটঃ-	৬৭১,৪৩,৪৬,৬০৩
	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	
৫	সিসি (হাইপো) ঋণের অর্থ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি।	১২,৮১,১৬,৯৫৩
৬	গ্রাহকের সামর্থ বিবেচনা না করে একই বছরে সাতগুণের অধিক ঋণ বৃদ্ধি করার পরও গ্রাহকের নিকট হতে সিসি (হাইপো) ঋণের টাকা শর্ত মোতাবেক আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।	৮,২৭,৮৮, ৮৫৬
৭	দীর্ঘদিন পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।	৪,৬৬,৭৫,৪৩৭
৮	মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি।	৫,০৯,১১,৫৭৩
৯	সহায়ক জামানত সম্পত্তির মূল দলিল গ্রহণ ব্যতীত প্রদত্ত ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো) ও প্লেজ এর টাকা আদায় না হয়ে খেলাপি ও কু ঋণে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষিতে অবলোপনকরণ এবং অবলোপন পরবর্তীতেও আদায় না হওয়ায় ক্ষতি।	১,১৪,৯৪,১৬৬
১০	অবসর প্রাপ্ত/মৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রদত্ত অবসর সুবিধা হতে গৃহিত গৃহ নির্মাণ ঋণ সমন্বয় না করে অনিয়মিতভাবে অবসরোত্তর কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা প্রদান করায় গৃহ নির্মাণ ঋণের অনাদায়ি।	৮,৬২,৯০,২৬৫
	মোটঃ-	**৪০,৬২,৭৭,২৫০**
	সর্বমোটঃ-	**৭১২,০৬,২৩,৮৫৩**

(কথায় : সাতশত বার কোটি ছয় লক্ষ তেইশ হাজার আটশত তিপ্পান্ন টাকা মাত্র)।

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা বছর : ২০০৯ হতে ২০১৬ সালের হিসাব সম্পর্কিত।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ও নিরীক্ষার সময়কাল :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সাল	নিরীক্ষার সময়কাল
১	ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি), প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।	২০১০-২০১৫	২২/১১/২০১৫ হতে ২৫/১/২০১৬ খ্রিঃ
২	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন শাখা	২০০৯-২০১৬	০৩/১২/২০১৭ হতে ০৭/০৩/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিঃ জি এম অফিস, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর আওতাধীন শাখা সমূহ।	২০১২-২০১৬	১১/১২/২০১৭ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

নিরীক্ষার প্রকৃতি :

- নিয়মানুগ (Compliance) নিরীক্ষা।

নিরীক্ষা পদ্ধতি :

- প্রতিষ্ঠান প্রধানসহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে আলোচনা;
- রেকর্ডপত্রাদি পরীক্ষা;
- তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান:

- মহাপরিচালক, শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু :

- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ।

অনিয়ম ও ক্ষতির কারণসমূহ :

- আইসিবি এর প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা অনুসরণ না করা;
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী না করা।

অডিটের সুপারিশ :

- প্রচলিত আর্থিক বিধি-বিধান এবং সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারিকৃত আদেশ নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, নীতিমালা ইত্যাদি অনুসরণ করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও নিরীক্ষা কার্যক্রম শক্তিশালী করা আবশ্যক।
- দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম : আইসিবির সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ইনভেস্টর হিসাবে ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং জামানত অপেক্ষা দায় বেশি হওয়ায় ও হিসাবসমূহ রুগ্ন হিসাবে পরিণত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ২১০,১৬,১৮,৬০৩ (দুইশত দশ কোটি ষোল লক্ষ আঠার হাজার ছয়শত তিন) টাকা।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ হতে ২০১৫ সালের হিসাব গত ২২/১১/২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৫/১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সাবসিডিয়ারী কোম্পানির মার্জিন লোনের হিসাবের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, আইসিবির সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ইনভেষ্টর হিসাবে ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং জামানত অপেক্ষা দায় বেশি হওয়ায় ও হিসাব সমূহ রুগ্ন হিসাবে পরিণত হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ২১০,১৬,১৮,৬০৩ (দুইশত দশ কোটি ষোল লক্ষ আঠার হাজার ছয়শত তিন) টাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- আইসিবি সিকিউরিটিজ লিঃ এর শেয়ার ক্রয় বাবদ ইনভেস্টর হিসাবে সীমাতিরিক্ত মার্জিন লোন প্রদান করা হয়েছে। শেয়ার ক্রয় বাবদ মার্জিন লোন প্রদানের সর্বোচ্চ লিমিট ২৫.০০ লক্ষ টাকা। কিন্তু মার্জিন ঋণ হিসাব পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ৭৫ টি হিসাবে মার্জিন লোনের লিমিট অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। মার্জিন ঋণ হিসাব নং-৮৭৪৯ এ ৩০/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে স্থিতি রয়েছে ৩০,০০,৪৯,২২৮ টাকা, ৬৮৮৭ নং হিসাবে ১৬,৮৬,৯৩, ৮৯১ টাকা ৮৭৬৫ নং- হিসাবে স্থিতি রয়েছে ১০,৯২,৩৭,৯৬৭ টাকা । এক কোটি ও তার উর্দ্ধে ঋণ স্থিতি রয়েছে ২৮টি হিসাবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ক্ষমতা অপব্যবহার করে মার্জিন লোনের ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ক(১-২), (পৃঃ নং-১-৪) এ দেখানো হলো।
- ৭৫ টি ঋণ হিসাবে ঋণ স্থিতির পরিমান রয়েছে ১৮৭,৬৫,২৫,৯১৬ টাকা এবং সিকিউরিটিজের বর্তমান বাজার মূল্য রয়েছে ৬৫,০১,৪১,৮৮১ টাকা। জামানতের ঘাটতি রয়েছে ১২২,৬৩,৮৩,৯৩৫ টাকা।
- আলোচ্য মার্জিন ঋণ হিসাব সমূহ রুগ্ন হিসাবে পরিণত হওয়ায় এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের উক্ত অর্থ ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- মার্জিন লোনের হিসাব বিবরণী পর্যালোচনান্তে আরো দেখা যায় যে, অক্টোবর/২০১৫ মাস পর্যন্ত মার্জিন ঋণ হিসাবে সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও পুনরায় শেয়ার ক্রয় করা হয়েছে।
- হিসাব নং-৬৭৮৬ তে জমা ছিলো মাত্র ৮১,০৩১ টাকা। উক্ত জমার বিপরীতে ০১/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১,৪৩,০৭,৬৮৮ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে।
- হিসাব নং-৯১১৫ এর হিসাবে ২,০৪,৫০০ টাকার বিপরীতে ১৯/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১,৭৫,৫৫,৩৪৬ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।
- ৬১৩২ নং হিসাবে ৩১/১২/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে স্থিতি ছিলো ৮৫,১৩,৭০৪ টাকা। উক্ত স্থিতির বিপরীতে ১৩/১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ২,৪৪,৩০,৯৯২ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ৬৭১৩ নং হিসাবে মাত্র ১,৩৩৩.০০ টাকা জমার বিপরীতে ৩০/৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৯,৯৩১,৪৬৯ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- ৯০৩৪ নং হিসাবে নগদ ১০,০৫,০০০ টাকার বিপরীতে ১/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১,১৩,২৮,০১০ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। উপরোক্ত হিসাব সমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং লিঃ এর দায়িত্বশীল কর্মকর্তাগণ ক্ষমতা বহির্ভূতভাবে বিভিন্ন মার্জিন হিসাবে গ্রাহকের পর্যাপ্ত অর্থ জমা না নিয়ে শেয়ার ক্রয় বিক্রয় পূর্বক প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছে।
- দীর্ঘদিন যাবৎ ২টি প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক অনিয়ম ও জালিয়াতী সংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় উক্ত অর্থ ক্ষতি হয়েছে।

- একইভাবে আইসিবির অপর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিঃ এর মার্জিন ঋণ হিসাবের বিবরণী পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, শেয়ার ক্রয় বাবদ নির্ধারিত লিমিট ২৫.০০ লক্ষ টাকা অতিক্রমের পরও বিভিন্ন মার্জিন লোন হিসাবে শেয়ার ক্রয়ের সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, যা মার্জিন ঋণ নীতিমালার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- ৫৩টি মার্জিন ঋণের লিমিট অতিরিক্ত স্থিতি রয়েছে। হিসাব নং- ৪০০,১৬৫৯,১৬৭৪,৪০১০,৩০৮৪,৪৪০৮, ৫৩০৪, ৫২৪১,৫২৬০,৬৫৩৬,৬১৯৪,৬৩২৭,৭১৭৬,৯০২৪,৯০২৩,৯২৯৩,৯৯৩৩ হিসাবে লিমিট অতিরিক্ত লেনদেন করা হয়েছে।
- ৫৩টি মার্জিন লোন হিসাবে বর্তমান ডেবিট ব্যালেন্স রয়েছে ২২,৫০,৯২,৮৬৭ টাকা। উক্ত ঋণের বিপরীতে সিকিউরিটিজ বা জামানত রয়েছে ১১,৪০,১৫,২৬০ টাকা।
- ঋনের বিপরীতে জামানত ঘাটতি রয়েছে ১১,১০,৭৭,৬০৭ টাকা।
- ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ২টি প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি ১৮৭,৬৫,২৫,৯১৬+২২,৫০,৯২,৮৬৭= ২১০,১৬,১৮,৬০৩ টাকা।

অনিয়মের কারণ :

- আইসিবির সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ইনভেষ্টর হিসাবে মার্জিন লোনের ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ এবং জামানত অপেক্ষা দায় বেশি হওয়ায় হিসাব সমূহ রুগ্ন হিসাবে পরিণত হওয়া।
- সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের পরিচালনা পর্ষদ থাকা সত্ত্বেও আলোচ্য বিষয়ে তদারকি না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- কোম্পানির বিধি অনুযায়ী মার্জিন ঋণের সর্বোচ্চ ঋণ সীমা ছিলো ২৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১০ সনে শেয়ার মার্কেটে শেয়ারের দর বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে শেয়ার বাজারে ধস নামে। বাজার স্থিতিশীল রাখার স্বার্থে প্রচুর পরিমান শেয়ার ক্রয় করা হয়। বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবে সিলিং অতিরিক্ত ঋণ সীমার মধ্যে আনার জন্য বিনিয়োগকারীগণকে পত্র দেওয়া হয়েছে এবং টেলিফোনে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব অনুযায়ী বিনিয়োগকারীদের বিও হিসাবে সিলিং অতিরিক্ত ঋণসীমার মধ্যে আনার কথা বলা হলেও নিরীক্ষা হওয়ার পর দীর্ঘ ৩(তিন) বৎসর ৮(আট) মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও আদায়ের অগ্রগতি সম্পর্কে অদ্যাবধি নিরীক্ষাকে অবহিত করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬/৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/ ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়।
- ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মের সাথে জড়িতদের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অনাদায়ি অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। অধিকন্তু, এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-০২

শিরোনাম : আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ (ISTCL) এর স্বল্প মেয়াদী ঋণের বকেয়া পাওনা মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ১৮১,৯৮,০০,০০০ (একশত একাশি কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ হতে ২০১৫ সালের হিসাব গত ২২/১১/২০১৫ খ্রিঃ হতে ২৫/১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সাবসিডিয়ারী এ্যাফেয়ার্স বিভাগ ও কেন্দ্রীয় হিসাব বিভাগের নথি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, আইসিবি সিকিউরিটিজ কোম্পানি লিঃ এর স্বল্প মেয়াদী ঋণের বকেয়া পাওনা মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ১৮১,৯৮,০০,০০০ (একশত একাশি কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- আইসিবি এর নিয়ন্ত্রণাধীন আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোঃ লিঃ কে শেয়ার ব্যবসার একাউন্ট হোল্ডারগণকে শেয়ার ক্রয় বাবদ মার্জিন লোন প্রদানের নিমিত্ত ১৭/৮/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে এক বছর মেয়াদে ১০.৫০% সুদে পরিশোধের শর্তে ১০০.০০ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়। কিন্তু ঋণ হিসাবে ৮/৩/২০১২ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ৯,০০০.০০ লক্ষ টাকা স্বল্প মেয়াদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু ০৮/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত আসল ৯.০০০.০০ লক্ষ টাকা, সুদ ৩,৮২৭.০০ লক্ষ টাকা, লাইসেন্স চার্জ ২,৩৭২.০০ লক্ষ টাকা, সার্ভিস চার্জ ১৯.০০ লক্ষ টাকা, ব্যাংক গ্যারান্টি ও কমিশন ২৩৫.০০ লক্ষ টাকা ও ব্রোকারেজ কমিশন রিবেট ২,৭৪৫.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৮.১৯৮.০০ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে। ঋণ হিসাব পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, ঋণ হিসাবে সন্তোষজনক লেনদেন না করায় আসলের কোন অর্থই আদায় হয়নি এবং সুদ ও অন্যান্য চার্জ আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় আইসিবির ক্ষতি হয়েছে।
- এক বছর মেয়াদে সুদ-আসলে সমন্বয়ের পর পুনরায় নবায়ন না করায় ও সীমাতিরিক্ত এবং মেয়াদোত্তীর্ণ দায় সৃষ্টি হয়েছে এবং ঋণ হিসাবটি মন্দ ও ক্ষতিজনক দায়ে পরিণত হয়েছে।
- ঋণ হিসাবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ২৭/১২/২০১১ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১০.০০ কোটি টাকা ঋণ পরিশোধের পর আর কোন লেনদেন করেনি। আইসিবি'র ০৩/০৮/২০০৬ খ্রিঃ তারিখের আদেশ নং-২৯.১০ অনুযায়ী আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোং লিমিটেডকে ১(এক) বছর মেয়াদে এবং ১০.৫০% হার সুদে ঋণ প্রদান করবে। আইসিবি এবং আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোঃ লিঃ এর মধ্যে ১৭/০৮/২০০৬ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিপত্রের ধারা ০৬ অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ঋণ গ্রহণকারী ঋণের কিস্তি বা অর্জিত সুদের টাকা নির্ধারিত তারিখে পরিশোধে ব্যর্থ হলে মাসিক ২%(শতকরা দুই ভাগ) হারে জরিমানাসহ সুদ আসলের টাকা আদায়যোগ্য। কিন্তু আইসিবি কর্তৃক কোন জরিমানা আরোপ করা হয়নি।
- সংশ্লিষ্ট কোম্পানি শেয়ার ব্যবসার হিসাবধারীগণকে মার্জিন ঋণ প্রদানের নির্ধারিত ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান এবং ক্রয়কৃত শেয়ারের মূল্য ঋণ সীমার অর্ধেকেরও নিম্নে অবমুল্যায়ন হওয়ায় আলোচ্য অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যা আইসিবির স্বার্থ পরিপন্থি।

অনিয়মের কারণ :

- আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিঃ এর স্বল্প মেয়াদি ঋণের বকেয়া পাওনা মেয়াদোত্তীর্ণের দীর্ঘদিন পরও আদায় না হওয়া।
- চুক্তিপত্রের ধারা-৬ অনুযায়ী অনাদায়ি টাকার উপর সুদ আরোপ করা হয়নি।
- ধারা-৭ অনুযায়ী আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোঃ লিঃ এক বৎসর মেয়াদে আইসিবি থেকে ঋণ গ্রহণ করবে অনুরূপভাবে গৃহিত ঋণ সমন্বয় করবে। কিন্তু আইসিবি কর্তৃক কেবল ঋণ বিতরণই করা হয়েছে, আদায়ের জন্য কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- স্বল্প মেয়াদি ঋণ খাতে আইসিবির পাওনা ৯০.০০ কোটি টাকা। ব্রোকারেজ কার্যক্রমের পাশাপাশি ব্যবসা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ২০০৬-০৭ অর্থ বছর হতে ২০১১-১২ অর্থ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মার্জিন ঋণ হিসাবে বিনিয়োগকারীগণকে বিতরণ করা হয়েছে। বিনিয়োগকারীগণ অতিমুনাফার আশায় উচ্চ মূল্যে শেয়ার ক্রয় করেছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছর হতে শেয়ার বাজার বিপর্যয় হওয়ায় ক্রয়কৃত শেয়ারের মূল্য কম হওয়ায় ঋণের অর্থ অনাদায় রয়েছে। ফলে বিনিয়োগকারীগণের নিকট হতে আদায়ে ব্যর্থ হওয়া স্বল্প মেয়াদি ঋণের দায় পরিশোধ করা সম্ভব হচ্ছে না।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কেননা B.O হিসাবধারীগণকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে আইসিবি সিকিউরিটজ ট্রেডিং কোং লিঃ প্রতিষ্ঠা করা হলেও ICB সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোং লিঃ দক্ষতার সাথে ঋণ ব্যবহারে ব্যর্থ হয়েছে এবং আইসিবি প্রদত্ত ঋণের অর্থ দক্ষতার সহিত ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা সুপারভিশনে অদক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। যার ফলে বিপুল পরিমাণ অর্থ অনাদায়ি রয়েছে।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬/০৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়।
- ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মের সাথে জড়িতদের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- অনাদায়ি অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম : ব্যবসা চলমান না থাকায় এবং আদায় না হওয়ায় ডিবেঞ্চার ঋণ সুদসহ ৩,৩৩,৭০,০০০ (তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা অনাদায় ।

বিবরণ :

ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০ হতে ২০১৫ সালের হিসাব গত ২২/১১/২০১৫ খ্রিঃ হতে ৪/১/২০১৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ডিবেঞ্চার খাতে প্রদত্ত ঋণের নথি ও আদায়ের বিবরণী পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ব্যবসা চলমান না থাকায় এবং আদায় না হওয়ায় ডিবেঞ্চার ঋণ সুদসহ ৩,৩৩,৭০,০০০ (তিন কোটি তেত্রিশ লক্ষ সত্তর হাজার) টাকা অনাদায়ি রয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- ক) সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত এনআইএল স্টোন ক্রাসার লিঃ কে প্রধান কার্যালয়ের অ্যাপ্রেইজাল বিভাগের ২৬/৫/২০১১ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-আইসিবি/এডি/০১.৯২০/৪২৯(চ) এর মাধ্যমে পাথর ভাঙ্গার জন্য ৫ বছর মেয়াদে পরিশোধের শর্তে ১২৫.০০ লক্ষ টাকা ডিবেঞ্চার ঋণ মঞ্জুর করা হয়। পরিশোধের সিডিউল অনুসারে ২৭/৩/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে অন্তর্বর্তীকালীন সুদ বাবদ ৬,৯১,৬৪৪ টাকা পরিশোধ এবং নিয়মিত কিস্তি ২২.২৮ লক্ষ টাকা হিসাবে ১১/৯/২০১৩ খ্রিঃ তারিখ হতে ১০ টি ষান্মাসিক কিস্তিতে ঋণের সুদসহ আসল পরিশোধের শর্ত থাকলেও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণ পরিশোধকালে অন্তর্বর্তী সুদ বাবদ ৬,৯১,৬৪৪ টাকা আদায় করা হয়েছে। এছাড়া ষান্মাষিক নিয়মিত কিস্তির কোন অর্থ উদ্যোক্তা পরিশোধ করেনি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট খ(১-২), (পৃঃ নং-৫-৬) এ দেয়া হলো।
- প্রতিষ্ঠানের ১২/৪/২০১৫ খ্রিঃ ও ১২/৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আইসিবি প্রধান কার্যালয়ের রিকভারী ডিপার্টমেন্টের ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট পরিদর্শন টীম কর্তৃক প্রদত্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের কোন ব্যবসায়িক অস্তিত্ব নেই এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম লিটন বর্তমানে আমেরিকায় অবস্থান করছে এবং প্রকল্প স্থলে ২০০ বর্গফুট আয়তনের একটি সেমিপাকা শেড এবং এর দেয়ালে 'NIL COMPANY' এবং দিয়া-রিয়া স্টোন ক্রাশার নামক একটি সাইনবোর্ড দেখতে পান ও দিয়া-রিয়া স্টোন ক্রাশারকে উক্ত শেড ভাড়া প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পস্থলে ১টি ক্রাশার এবং ৩ টি কনভেয়ার ভেল্ট পরিত্যাক্ত অবস্থায় দেখতে পান, যা বর্তমানে ব্যবহার অনুপযোগী।
- আলোচ্য ডিবেঞ্চার ঋণের ২য় কিস্তি প্রদানের পূর্বে উপ-মহাব্যবস্থাপক জনাব মোহাম্মদ শাহজাহান কর্তৃক ২৭/২/২০১৩ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে, সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ১১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় করায় ও প্রতিষ্ঠানটি চালু থাকায় বাকি টাকা ছাড় করা যায়। যা ১২/৯/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের পরিদর্শন প্রতিবেদনের সাথে কোন মিল নেই। এতে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের পূর্বে সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে।
- এছাড়া পাথর ভাঙ্গার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে আলোচ্য ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা গুরুতর অনিয়ম হিসেবে গণ্য।
- ঋণ মঞ্জুরির পূর্বে প্রকল্পের জামানতের মূল্য ২৭৬.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হলেও পরবর্তী মূল্যায়নে ১৫৮.৬০ লক্ষ টাকা নিরুপণ করা হয়েছে। ফলে ঋণ মঞ্জুরির সময় জামানতের মূল্য অতিমূল্যায়ন করা হয়েছে।
- ঋণের প্রদত্ত অর্থ গ্রাহক প্রকল্পে ব্যবহার না করে অন্যত্র সরিয়ে ফেলায় ঋণের অর্থ দ্বারা দেশের উন্নয়ন হয়নি।
- সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নিকট হতে ২৮/২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ১,৬৭,৩১,০০০ টাকা পাওনা রয়েছে।
- খ) প্রতিষ্ঠানের অপর গ্রাহক নর্থ ব্রীজ ক্রাসার লিঃ কে পাথর ভাঙ্গার জন্য প্রধান কার্যালয়ের ৩১/১/২০১০ খ্রিঃ পত্র নং-আইসিবি/এডি০১.৮৮২/৬০৯(চ)/৩১৪০(চ) এর মাধ্যমে ৫ বছর মেয়াদে ষান্মাসিক কিস্তিতে পরিশোধের শর্তে ডিবেঞ্চার ঋণ মঞ্জুর করা হয়। ঋণ বিতরণের পর হতে গ্রাহকের নিকট হতে ২৯,৫০,০০০ টাকা আদায় করা হয়। গ্রাহক ঋণের নিয়মিত কিস্তির অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় রিকভারী বিভাগের ২৯/৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখের পত্র নং-৬.০১/৫৮২(ক-খ) এর মাধ্যমে ২৫/১২/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৫/৬/২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ৮টি ষান্মাসিক কিস্তিতে সুদসহ আসল পরিশোধের শর্তে পুনঃতফসিল প্রদান করা হয়। ২৫/১২/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৫/১২/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে ৩টি কিস্তি বাবদ ৬৭,৯৯,০০০ টাকা আদায়যোগ্য হলেও গ্রাহক পুনঃতফসিলের পর কোন অর্থই পরিশোধ করেনি। ফলে

ঋণটি খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। ৩১/৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের নিকট ১৬৬.৩৯ লক্ষ টাকা পাওনা রয়েছে।

- মহাব্যবস্থাপক বরাবর উপস্থাপিত ঋণ প্রস্তাব স্মারকে প্রকল্পের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে, এ প্রকল্পটি সিলেট জেলার কোম্পানিগঞ্জের নিজগাঁও মৌজার গোলাগাঁও নামক স্থানে সুরমার শাখা নদী প্রিয়াং নদীর তীরে ভাড়া করা ৬০.০০ শতাংশ জমির উপর অবস্থিত। এছাড়া ডিবেঞ্চার ক্রয়ের মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬ এ বলা হয়েছে ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদের কিস্তি সমূহের বিপরীতে অগ্রিম চেক প্রদান করতে হবে। শর্ত নং-৭ অনুযায়ী ডিবেঞ্চারের আসল ও সুদ নিশ্চিত করার জন্য পরিচালকের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি ও আন্ডারটেকিং প্রদান করতে হবে। শর্ত নং-৮ অনুযায়ী আইসিবি কর্তৃক অনুমোদিত অর্থের বিপরীতে কোম্পানির ৪২.০০ শতাংশ জমি, স্থাবর ও অস্থাবর/অর্জিত ও অর্জিতব্য সম্পত্তি জামানত হিসেবে আইসিবির অনুকূলে পাওয়ার অব এ্যাটর্নিসহ রেজিস্টার মর্টগেজ সৃষ্টি করতে হবে। অথচ ২৭/০১/২০১০ খ্রিঃ তারিখের অ্যাপ্রাইজাল ডিপার্টমেন্টের মহাব্যবস্থাপক বরাবর উপস্থাপিত স্মারকের ক্রমিক নং-১১ এ পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে বিদ্যমান প্রকল্পটি ভাড়াকৃত জমির উপর স্থাপিত এবং সম্প্রসারিত প্রকল্পের জন্য কোম্পানি কর্তৃক ৪২ শতাংশ জমি বায়না করা হয়েছে এবং উক্ত জমি প্রস্তাবিত প্রকল্পের নামে ক্রয় করা হয়নি। অথচ ঋণ মঞ্জুরিপত্রে কোম্পানির জমি/আইসিবি'র নামে রেজিস্ট্রি মর্টগেজ সম্পাদনের শর্ত আরোপ করা হয়েছে যা কোম্পানি আদৌ মালিকানা অর্জন করেনি। অর্থাৎ বর্ণিত শর্ত লঙ্ঘন করে ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- প্রকল্পের জামানত ও সহায়ক জামানতের বন্ধকি সম্পত্তি আনুমানিক মূল্য ৭০.০০ লক্ষ টাকা। অথচ উক্ত জামানতের বিপরীতে ঋণের দায় রয়েছে ১,৬৬,৩৯,০০০ টাকা। দায়ের তুলনায় জামানতের অপর্যাপ্ত রয়েছে।
- ২টি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১,৬৭,৩১,০০০+১,৬৬,৩৯,০০০=৩,৩৩,৭০,০০০ টাকা অনাদায়ি রয়েছে। মঞ্জুরিপত্রের শর্তমোতাবেক ঋণ বিতরণের পূর্বে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড় পত্র গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- ঋণ মঞ্জুরি ও বিতরণের পূর্বে সঠিক এবং বস্তুনিষ্ঠ পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রদান না করে ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা।
- ব্যবসার অস্তিত্ব না থাকা।
- ঋণ দায়ের তুলনায় জামানত ঘাটতি থাকা।
- ঋণ মঞ্জুরিপত্রের শর্ত নং-৬,৭ ও ৮ পরিপালন না করা।
- সম্পদের মালিকানা অর্জন না করা সত্ত্বেও তার ভিত্তিতে অনিয়মিতভাবে ঋণ প্রদান।
- ঋণ আদায়ের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুয়ায়ী কোম্পানির নিয়মিত অর্থ পরিশোধ না করায় কোম্পানি ২ টির বিরুদ্ধে এন আই এ্যাক্ট অনুযায়ী মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরবর্তীতে আইসিবির পাওনা আদায়ের জন্য মামলা নং-১৫৩০/১৫ দায়ের করা হয়েছে। অপরদিকে নর্থব্রীজ ক্র্যাশার লিঃ এর অনাদায়ি অর্থ আদায়ের জন্য মামলা দায়েরের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জামানত পর্যাপ্ত রয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদনেই ব্যবসা চালু নেই মর্মে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।.বিতরণকৃত ঋণ যে উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে উদ্যোক্তা সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেনি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণের প্রদত্ত অর্থ ব্যবহার নিশ্চিত না করেই পরবর্তী কিস্তির অর্থ ছাড় করা গুরুতর অনিয়ম।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬/৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়।
- ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা-সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- যথাযথ পরিদর্শন রিপোর্ট প্রদান না করার কারণে সংশ্লিষ্টদের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- অনাদায়ি অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনাম : ইনভেস্টর মার্জিন ঋণ হিসাবে অস্বাভাবিক লেনদেন করায়, ঋণসীমা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান এবং আদায় না হওয়ায় মার্জিন ঋণের ২৭৫,৯৫,৭৮,০০০ (দুইশত পঁচাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা সন্দেহজনক ও মন্দ ঋণে পরিণত এবং মুনাফা না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে মুনাফা প্রদর্শন।

বিবরণ :

আইসিবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২০১০-২০১৫ খ্রিঃ অর্থ বছরের হিসাব গত ২২/১১/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ হতে ২৫/১/২০১৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সাবসিডিয়ারী কোম্পানি আইসিবি সিকিউরিটিজ কোম্পানি লিঃ এর মার্জিন ঋণের Required Provision পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, ইনভেস্টর মার্জিন ঋণ হিসাবে অস্বাভাবিক লেনদেন করায়, ঋণসীমা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় মার্জিন ঋণের ২৭৫,৯৫,৭৮,০০০ (দুইশত পঁচাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা সন্দেহ জনক ও মন্দ ঋণে পরিণত এবং মুনাফা না হওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে মুনাফা প্রদর্শন করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- (ক) আইসিবি সিকিউরিটিজ কোঃ লিঃ এর ইনভেস্টর মার্জিন ঋণ হিসাবে অস্বাভাবিক লেনদেনের সুযোগ প্রদান করায় ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করায় ও পরবর্তীতে শেয়ার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় এবং ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় ৩০/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সন্দেহজনক ঋণ ৪,৮৬.৮২ লক্ষ টাকা ও মন্দ ঋণ ২০৯,৯৪.৯৬ লক্ষ টাকাসহ মোট ২১,৪৮১.৭৮ লক্ষ টাকা খেলাপি ঋণে পরিণত হয়েছে। উক্ত ঋণ বিতরণের সাথে জড়িত এবং আদায় ব্যর্থতার সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। বিস্তারিত বিবরণ পরিশিষ্ট ''গ'' (পৃঃ নং-৭) এ দেয়া হলো।
- আলোচ্য প্রতিষ্ঠানের ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৪৮.৯১ কোটি টাকা প্রভিশন ঘাটতি রেখে ১০.৬৯ কোটি টাকা নীট মুনাফা দেখানো হয়েছে। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে ২৪.৯১ কোটি টাকা প্রভিশন ঘাটতি রেখে ১৩.০১ কোটি টাকা নীট মুনাফা দেখানো হয়েছে।
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রভিশন ঘাটতি না থাকলেও লোনের সুদ ও অন্যন্য চার্জ বাবদ ১০৩.১০ কোটি টাকা অনাদায় রেখে ৯.১৮ কোটি টাকা মুনাফা দেখানো হয়েছে। যা বাংলাদেশ একাউন্টিং সিসটেম ও আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি হিসেবে গণ্য।
- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রভিশন রাখার প্রয়োজন ছিলো ১০৩.২৬ কোটি টাকা। সেখানে প্রভিশন রাখা হয়েছে ৩৫.৫৫ কোটি টাকা। প্রভিশন ঘাটতি রয়েছে ৬৭.৭১ কোটি টাকা এবং স্বল্প মেয়াদি ঋণের সুদ ও অন্যন্য চার্জ বাবদ ১০৩.১০ কোটি টাকা অনাদায়ি রেখে ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে ৯.১৮ কোটি টাকা মুনাফা দেখানো হয়েছে।
- (খ) আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোঃ লিঃ মার্জিন ঋণ হিসাবে অস্বাভাবিক লেনদেনের সুযোগ প্রদান করায় এবং ঋণসীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করায় ও পরবর্তীতে শেয়ার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় মার্জিন ঋণের দায় আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় উক্ত ঋণের বিপুল পরিমান অর্থ কোম্পানি আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে। ৩০/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে ঋণের ২৭.৯৯+২৪৩.০০ = ২৭০.৯৯ কোটি টাকা সন্দেহজনক ও মন্দ ও কু-ঋণ সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত ঋণের দায় আদায়ের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণসহ আদায়ের জন্য কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ৩০/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মার্জিন ঋণের প্রভিশন রাখার প্রয়োজন ছিল ৯৪.৪১ কোটি টাকা। কিন্তু সেখানে প্রভিশন রাখা হয়েছে ৬৭.৯৫ কোটি টাকা। প্রভিশন কম রাখা হয়েছে ২৬.৪৬ কোটি টাকা। উক্ত প্রভিশন ১০০% সংরক্ষণ করা হলে ৩০/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে নীট লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয় ১১.২১-২৬.৪৬ = (-) ১৫.২৫ কোটি টাকা।
- পূর্ববর্তী বছর সমূহে একইভাবে প্রভিশন ঘাটতি রেখে নীট লাভ দেখানো হয়েছে। যা বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক হিসাব ব্যবস্থাপনার পরিপন্থি।
- ২টি প্রতিষ্ঠানের সন্দেহজনক ও মন্দ ঋণের দায় আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিষ্ঠান ক্ষতি (২১৪,৮১,৭৮,০০০+ ২৭০,৯৯,০০,০০০) = ৪৮৫,৮০,৭৮,০০০-২০৯,৮৫,০০,০০০ = ২৭৫,৯৫,৭৮,০০০ টাকা। (১ নং আপত্তিতে জড়িত ২০৯,৮৫,০০,০০০ টাকা বাদ দেওয়া হয়েছে)।

অনিয়মের কারণ :

- মার্জিন ঋণসীমার অতিরিক্ত ঋণ প্রদান এবং আদায়ে ব্যর্থ হওয়ায় সন্দেহজনক ও মন্দ ঋণে পরিণত হওয়া।
- প্রভিশন ঘাটতি রেখে নীট লাভ দেখানো হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- মর্জিন ঋণ হিসাবে ঋণ সীমা অপেক্ষা অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করায় ও পরবর্তীতে বাজার স্থিতিশীল না হওয়ায় ও শেয়ার মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ৩০/৬/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৭৫,৯৫,৭৮,০০০ টাকা আদায়ের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রুগ্ন হিসাবের ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে ১৪ টি গ্রুপ করে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। এছাড়াও হিসাবধারীগণকে টেলিফোনের মাধ্যমে পুনঃতফসিলকরণসহ দায় পরিশোধের জন্য যোগাযোগ করা হয়েছে। মার্জিন ঋণ বিধি বহির্ভূত প্রদানের সাথে জড়িত কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর আদেশ অনুসারে বকেয়া মার্জিন ঋণের উপর ১% হারে জেনারেল প্রভিশন রাখার জন্য বলা হয়। উক্ত হিসাব অনুসারে প্রভিশন বহুগুণ বেশি রাখা হয়েছে। এ ছাড়াও আইসিবির বকেয়া পাওনা পর্যায়ক্রমে পরিশোধ করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয় কেননা ২০০৯ খ্রিঃ হতে ইনভেস্টর মার্জিন ঋণ হিসাবে মার্জিন ঋণসীমা অপেক্ষা বহুগুণ অতিরিক্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। সন্দেহজনক ও মন্দ ঋণের দায় আদায়ের বিষয়ে ২০১১ সাল হতে ৩১/১২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত কোন আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অপরদিকে আইসিবি এর নীতিমালা অনুসারে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানদ্বয়ে যে পরিমাণ প্রভিশন রাখার প্রয়োজন ছিল সেই পরিমাণ প্রভিশন না রেখে মুনাফা দেখানো আর্থিক শৃঙ্খলার পরিপন্থি হিসাবে গণ্য।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয় উল্লেখপূর্বক ১৬/৩/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ২৫/০৪/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র দেওয়া হয়।
- ১০/০৪/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- অনিয়মের সাথে জড়িতদের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক অনাদায়ি অর্থ আদায় করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো। অধিকন্তু, এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম : সিসি (হাইপো) ঋণের অর্থ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ১২,৮১,১৬,৯৫৩ (বার কোটি একাশি লক্ষ ষোল হাজার নয়শত তিপ্পান্ন) টাকা।

বিবরণ : অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন শাখাসমূহের ২০১১ হতে ২০১৬ খ্রিঃ সালের হিসাব ০৩-১২-২০১৭ খ্রিঃ হতে ০৭-০৩-২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে, টঙ্গী শাখার ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের হিসাব সময় সিএল বিবরণী, ব্যাংক বিবরণী এবং আবেদা মেমোরিয়েল হাসপাতাল প্রাঃ লিঃ এর ঋণের নথি পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত হয় যে, সিসি (হাইপো) ঋণের অর্থ খেলাপি ঋণে পরিণত হওয়ার পরও আদায় না হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি ১২,৮১,১৬,৯৫৩ (বার কোটি একাশি লক্ষ ষোল হাজার নয়শত তিপ্পান্ন) টাকা (পরিশিষ্ট ''ঘ''(পৃ:৮-৯)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মহা ব্যবস্থাপকের সচিবালয়, ঢাকা সার্কেল-১ এর মঞ্জুরিপত্র নং- মসঢাসা-১/ গাজী/ প্রকল্প/ ফা-৪৪৯/ ৭৪/১৪ তারিখঃ ০৯/০৯/২০১৪ খ্রিঃ এর মাধ্যমে বিএমআরই করণের জন্য মোট বর্ধিত বিনিয়োগ ব্যয় ২০৯৩.৫০ লক্ষ টাকার বিপরীতে ৪৫:৫৫ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে গ্রাহকের নামে (ক) ৫ বছর মেয়াদে (১২ মাস বাস্তবায়ন ও রেয়াতী সময়সহ) ১৫.৫০% সুদে (যখন যে হার প্রযোজ্য) ৯.১০ কোটি টাকার মেয়াদী ঋণ ও (খ) ১৬% সুদে (যখন যে হার প্রযোজ্য) চলতি মূলধন ঋণ সিসি (হাঃ) ঋণসীমা ৪০.০০ লক্ষ টাকাসহ মোট ৯.৫০ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।
- প্রকল্প ঋণটি প্রতি ত্রৈমাসিক কিস্তি ৮৯,৩৭,১৩৩ টাকা করে ১ম কিস্তি ঋণ বিতরণের ১ম তারিখ হতে ১৫ তম মাসয়ান্তে পরিশোধযোগ্য হবে।
- ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানত হিসেবে চাঁদপুর জেলার কচুঁয়া উপজেলার নন্দনপুর মৌজাস্থিত ২টি তফসিল, গাজীপুর জেলার সদর উপজেলাধীন চন্দনা মৌজাস্থিত ১টি তফসিল, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন পেন্নাই মৌজাস্থিত-২টি তফসিল, কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলাধীন ছোট মোহাম্মদপুর মৌজাস্থিত ১টি তফসিলসহ মোট ৬টি তফসিলে সর্বমোট (৫৪.০০+১২.০০+৩৫.০০+১৩৫.০০+ ৮৮.৫০+১৪৭.০০) =৪৭১.৫০ শতক জমি বন্ধকি গ্রহণ করে ঋণ বিতরণ করা হয়। প্রধান কার্যালয় হতে উক্ত বন্ধকিকৃত সম্পত্তিগুলি সঠিকতা যাচাইকালে দেখা যায় ৮টি সাব কবলা দলিলের মধ্যে ৩টি সাব কবলা দলিল যথা- (১) দলিল নং-২৬৭৫ তাং ১০/০৩/২০১৩ খ্রিঃ, (২) দলিল নং-২৮৩০ তারিখঃ ১২/০৫/২০০৯ খ্রিঃ এবং (৩) দলিল নং-৮২৭৯ তারিখঃ ০২/১২/২০১০ খ্রিঃ সঠিক নয়। ডিসিআর, খারিজ খতিয়ানও সঠিক নয় মর্মে তদন্ত দল সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস ও রেজিষ্ট্রি অফিস থেকে অবহিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাবরেজিস্টার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), উপ-সহকারী কর্মকর্তা (ভূমি), সার্টিফাইড রুপির নকলকারীর স্বাক্ষর জাল করে দলিলাদি তৈরী করা হয়েছে মর্মে তদন্তকারী দলের নিকট প্রতিয়মান হয়েছে। উক্ত জাল দলিলসমূহে মোট বন্ধকিকৃত সম্পত্তির পরিমাণ (৩৫.০০+৪৪.২৫+ ১২৫.০০) =২০৪.২৫ শতাংশ।
- উক্ত বন্ধকি সম্পত্তির ৩টি তফসিলের মোট (৩৫.০০+৪৪.২৫+ ১২৫.০০) =২০৪.২৫ শতাংশ জমি ফারমার্স ব্যাংক লিঃ, মতিঝিল শাখায় দায়বদ্ধ রেখে ২২ (বাইশ) কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করা হয়েছে। বর্ণিত দুটি তথ্য থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে গ্রাহক ঋণটি গ্রহণকালে প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, যা কর্তৃপক্ষ সঠিক যাচাইয়ের মাধ্যমে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ঋণটি বর্তমান প্রায় জামানত শূন্য অবস্থায় রয়েছে, এবং ব্যাংক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন।
- ঋণ প্রস্তাবকালে শাখা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সহায়ক জামানতের মূল্যায়ন করা হয়েছিল ১৩৫৫.০০ লক্ষ টাকা, যা পরবর্তীতে আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখা কর্তৃক পুনঃমূল্যায়ন করা হয়েছে ৬৮৯.০০ কোটি টাকা। যা আবার অধিকাংশই জাল জালিয়াতের মাধ্যমে দলিলকৃত ও অন্য ব্যাংকের নিকট বন্ধকিকৃত। ফলে ঋণের বিপরীতে তেমন কোন সহায়ক জামানতই নেই।
- ঋণ বিতরণের পূর্বে জামানতের সঠিকতা ও মূল্যায়ন সার্ভেয়ার, শাখা কর্তৃক এবং পরবর্তীতে প্রধান/আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক মূল্যায়ন ও সঠিকতা নিশ্চিত হওয়ার পরই কেবলমাত্র ঋণ অনুমোদন ও বিতরণযোগ্য কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে প্রধান/আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক মূল্যায়ন ও সঠিকতা যাচাই না করেই উক্ত ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত অনিয়মের জন্য শাখা, আঞ্চলিক কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ সমভাবে দায়ী।

- অনুমোদনের বিশেষ শর্তাবলীর (ক) শর্তে বলা হয়েছে পরীক্ষামূলক উৎপাদনের পর (এক্ষেত্রে হাসপাতালটিতে মালামাল/যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের পর) Project Completion Report(PCR) সংগ্রহ করতে হবে এবং Project Completion Report(PCR) সংগ্রহ পরবর্তীতে চলতি মূলধন ঋণ বিতরণযোগ্য। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে শাখা কর্তৃপক্ষ উক্ত নির্দেশনা উপেক্ষা করে অদ্যাবধি Project Completion Report(PCR) সংগ্রহ না করা সত্ত্বেও ২৮/১০/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে চলতি মূলধন বিতরণ করে, অথচ প্রকল্প ঋণের শেষ কিস্তি বিতরণ করা হয় ২৪/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে, এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, গ্রাহককে সুবিধা দেয়ার জন্যই প্রকল্প স্থাপন শেষ না হওয়া সত্ত্বেও গ্রাহককে চলতি মূলধন সুবিধা দেয়া হয়েছে। যা সম্পূর্ণ ব্যাংকিং বিধি পরিপন্থি।
- অনুমোদন পত্রের ক্রমিক ৬-ঋণ বিতরণে বলা হয়েছে প্রকল্পের প্রতিটি খাতে ইক্যুইটির অর্থ যথাযথভাবে বিনিয়োগ হয়েছে মর্মে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক নিশ্চিত হওয়ার পর ব্যাংক ঋণ বিতরণযোগ্য। এই মর্মে শাখার প্রত্যয়নপত্র নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। কোন নির্দিষ্ট ধাপের/কিস্তির ঋণ বিতরণের পূর্বে শাখা কর্তৃক এটা নিশ্চিত হতে হবে যে, পূর্বের ধাপের/কিস্তির বিতরণকৃত ঋণ ও উদ্যোক্তার নির্ধারিত ইক্যুইটি যথাযথভাবে ব্যবহৃত/লগ্নী হয়েছে। গ্রাহক তার ইক্যুইটির অর্থ শাখায় জমা করবেন, পরবর্তীতে ব্যাংক ঋণসহ সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য প্রকল্পের অগ্রগতির ভিত্তিতে ধাপে ধাপে পে-অর্ডার এর মাধ্যমে যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীকে পরিশোধ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের ইক্যুইটির টাকা শাখায় জমা করা হয়নি এমনকি প্রকল্পে খরচ করা হয়েছে কিনা এ ধরনের কোন প্রতিবেদন নথিতে পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে কয়েকটি পে অর্ডার মালামাল/যন্ত্রপাতি সরবরাহকারীর নামে প্রদান না করে সরাসরি গ্রাহকের নামে প্রদান করা হয়েছে, ফলে ঋণের টাকা প্রকল্পে ব্যবহার হয়নি মর্মে পরিলক্ষিত হয়।
- গ্রাহক ১৫/০৭/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে শাখায় একটি চলতি হিসাব খুলে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করে। উক্ত ফরম পর্যালোচনায় দেখা যায় হিসাবের সুবিধা ভোগী সম্পর্কিত তথ্যাদি কেওয়াইসি-তে সংযোজন করা হয়নি যা অনিয়ম।
- গ্রাহক ঋণ গ্রহণের পর অদ্যাবধি পাওনা হয়েছে ৮টি কিস্তি যার টাকার পরিমাণ ৭,১৪,৯৭,০৬৪.০০। কিন্ত গ্রাহক মাত্র ০.২৪৬৮ কিস্তি বাবদ ২২,০৫,৭৫৫ টাকা। অর্থাৎ ০১ টি কিস্তির চার ভাগের এক ভাগও পরিশোধ করেনি। ফলে ঋণটি ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত হয়। তথাপিও গ্রাহকের নিকট হতে ঋণের টাকা আদায়ের জন্য কোন আইনি ব্যবস্থা বা মামলা করা হয়নি।
- গ্রাহকের নিকট ৩০/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত অনারোপিত সুদ ব্যতীত প্রকল্প ঋণ বাবদ ১২,৪৪,৩৮,২৫৩/- টাকা এবং চলতি মূলধন বাবদ ৩৬,৭৮,৭০০ টাকা সর্বমোট ১২,৮১,১৬,৯৫৩/- টাকা অনাদায়ি রয়েছে, যা ব্যাংক কর্তৃক ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত। জামানত ভুয়া ও প্রকল্পটি ভাড়াকৃত বাড়ীতে হওয়ায় ব্যাংকের উক্ত টাকা আদায় সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রে শর্তাবলী যথাযথ পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- সহায়ক জামানত অতি মূল্যায়ন করা।
- PCR সংগ্রহ না করা।
- বাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- ইক্যুইটির অর্থ যথাযথভাবে বিনোয়োগ করা হয়েছে মর্মে প্রত্যয়ন না দেয়া।
- খেলাপি হওয়ার পরও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তদারকি না থাকায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১২,৮১,১৬,৯৫৩ (বার কোটি একাশি লক্ষ ষোল হাজার নয়শত তিপ্পান্ন) টাকা। এছাড়া ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় করা হলে ব্যাংকের মুলধন ঘাটতি ও কূ-ঋণ প্রভিশন কম হত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে ঋণটি আদায়/নিয়মিত করণের লক্ষ্যে গ্রাহকের সাথে সার্বক্ষণিক ব্যক্তিগত সাক্ষাত/টেলিফোনিক যোগাযোগ অব্যাহত আছে। সে প্রেক্ষিতে গ্রাহক স্বল্পতম সময়ে ঋণটি পুনঃতফসিল করণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ডাউন পেমেন্ট এবং ভুয়া বন্ধকি সম্পত্তির পরিবর্তে নতুন সম্পত্তি অন্তর্ভূক্তির মৌখিক অঙ্গীকার করেছেন।

নিরীক্ষার মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, ঋণটি পুনঃতফসিল ও নবায়ন প্রস্তাব প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হলেও প্রায় ০১ (এক) বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৩/০৪/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধা সরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ এবং তদারকির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনাম : গ্রাহকের সামর্থ বিবেচনা না করে একই বছরে সাতগুণের অধিক ঋণ বৃদ্ধি করার পরও গ্রাহকের নিকট হতে সিসি (হাইপো) ঋণের টাকা শর্ত মোতাবেক আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৮,২৭,৮৮,৮৫৬ (আট কোটি সাতাশ লক্ষ আটাশি হাজার আটশত ছাপ্পান্ন মাত্র) টাকা।

বিবরণ : অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন শাখাসমূহের ২০১৬ সাল পর্যন্ত ENTITY & ISSAI BASED AUDIT কর্মসূচী ০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে শুরু করে ০৭/০৩/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে শেষ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় তেজগাঁও কর্পোরেট শাখার ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে শাখার সিএল বিবরণী, ব্যাংক বিবরণী এবং মেসার্স মডার্ণ টিউবস এর ঋণের নথি পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত হয় যে, গ্রাহকের সামর্থ বিবেচনা না করে একই বছরে সাতগুণের অধিক ঋণ বৃদ্ধি করার পরও গ্রাহকের নিকট হতে সিসি (হাইপো) ঋণের টাকা শর্ত মোতাবেক আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৮,২৭,৮৮, ৮৫৬ (আট কোটি সাতাইশ লক্ষ অষ্টাশি হাজার আটশত ছাপ্পান্ন মাত্র) টাকা। পরিশিষ্ট ''ঙ'', পৃঃ-১০।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- গ্রাহকের নামে সিসি (হাইপো) ঋণটি ০৭/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ১.০০ কোটি টাকা হতে ২.০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি করা হয়। উক্ত ঋণটি দ্বিগুন করার পর আবার ২৪/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে ৭.০০ কোটিতে বৃদ্ধি করা হয়। অর্থাৎ একই বছরের মধ্যে ঋণটি ৭ গুন বৃদ্ধি করা হয়। যে গ্রাহক ১.০০ কোটি টাকা নিয়ে ব্যবসা করেছে বা উক্ত প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করেছে, সেই একই কারখানায় ৭.০০ কোটি টাকা নিয়ে পরিচালনা করতে পারবে কিনা বা হঠাৎ করে এত বড় ধরনের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে কিনা উক্ত সামর্থ বিবেচনা না করেই গ্রাহকের নামে ঋণের পরিমাণ অযৌক্তিকভাবে একই বছরে ৭ গুন বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে গ্রাহক বড় ধরনের ব্যবসা পরিচালনায় ব্যর্থ হয়েছে এবং ঋণটি ক্ষতিতে পরিণত হয়েছে।
- গ্রাহক ঋণ বৃদ্ধির সময় উল্লেখ করেছে ২০১৪ খ্রিঃ সালে যে মালামাল (আমদানিসহ) ক্রয় করেছে তার মূল্য ৫,৮৫০.০০ লক্ষ টাকা এবং যে মালামাল বিক্রয় (রপ্তানিসহ) করেছে তার মূল্য ৫,৯১৫.০০ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ মুনাফা ৬৫.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত মুনাফার মধ্যে গ্রাহকের কারখানা খরচ, শ্রমিক ও কর্মকর্তাদের বেতন ও ব্যাংক ঋণের সুদ বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত খরচ বাদ দিলে দেখা যাবে গ্রাহকের প্রতিষ্ঠানটি লাভ জনক থাকবে না। বিষয়টি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করেনি। গ্রাহকের কারখানায় ৫৭ জন শ্রমিক ৩ শিফটে কাজ করে বলে পরিচালনা পরিষদের স্মারকে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রমিক প্রতি মাসিক বেতন (ওভার টাইমসহ) আনুমানিক ১০.০০ হাজার টাকা ধরা হলেও মাসিক বেতন পরিশোধ করতে হয় (১০,০০০ x ৫৭) = ৫,৭০,০০০ টাকা, ১ (এক) বছরে শুধুমাত্র বেতন বাবদ পরিশোধ করতে হবে (৫,৭০,০০০ x ১২) = ৬৮,৪০,০০০ টাকা। এরপরে ব্যাংকের সুদ কর্মকর্তাদের বেতন ও অন্যান্য খরচ রয়েছে। উক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করলে ঋণ বৃদ্ধির কোন যৌক্তিকতা নেই। কিন্তু ব্যাংক কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বিবেচনায় না এনেই ঋণ প্রস্তাব করা হয়েছে এবং অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে ব্যাংক স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে অডিট মনে করে।
- সহ-জামানত হিসেবে যে জমি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত জমি, ভবন ও ফ্লাটের বাজার মূল্য দেখানো হয়েছে ১,০৬৭.৯৩ লক্ষ টাকা এবং তাৎক্ষণিক বিক্রয় মূল্য দেখানো হয়েছে ৯০০.০০ লক্ষ টাকা। যার বিপরীতে গ্রাহক ৬০০.০০ লক্ষ টাকা সিসি (হাইপো) ঋণ পাওয়ার অধিকারী। কারণ ব্যাংক বিধি মোতাবেক সিসি (হাইপো) ঋণের ক্ষেত্রে সর্বদা জামানত হবে ঋণের দেড়গুন। জামানত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মৌজা মূল্য গ্রহণ করা হয়নি এমনকি স্থানীয় জনগনের নিকট হতে মূল্য এবং উক্ত মৌজাগুলিতে বিক্রয় মূল্য উল্লেখ করা হলেও তার প্রমাণক হিসাবে কোন ব্যক্তির নাম ঠিকানা বা স্থানীয়ভাবে কারো বিক্রয় দলিল বা অন্য কোন প্রমাণক ফটোকপি নথিতে রাখা হয়নি।
- ব্যাংক বিবরণী হতে দেখা যায় গ্রাহকের ঋণ হিসেবটি মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও উক্ত ঋণ হিসাব হতে অন্যত্র টাকা ট্রান্সফার করে ক্রমান্বয়ে দায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। যা ব্যাংকিং বিধি পরিপন্থি।
- উক্ত ঋণটিতে ৩০/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে দায়স্থিতির পরিমাণ ছিল =৮,২৭,৮৮,৮৫৬ টাকা যা ব্যাংক কর্তৃক ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত। ঋণটি আদায়ের জন্য গ্রাহকের বিরুদ্ধে কোন আইনী ব্যবস্থা অদ্যাবধি গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রে শর্তাবলী যথাযথ পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও ঋণ বিতরণ করা।
- জামানত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভূমি অফিসের ভূমি মূল্যের প্রত্যয়ন গ্রহণ করা হয়নি।
- সহায়ক জামানত অতি মূল্যায়ন করা।
- বাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাবে বর্ণিত ৮,২৭,৮৮,৮৫৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় করা হলে ব্যাংকের মুলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- সাত গুণের অধিক ঋণ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গ্রাহক ও প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ হিসাব সমন্বয় পূর্বক বিচার বিশ্লেষণ করে একটি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ঋণ প্রদানের পর গ্রাহক অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে না পারায় ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েন এবং ধীরে ধীরে ঋণটি খেলাপি ঋণে পরিণত হয়। ঋণের বিপরীতে বর্তমান সহায়ক জামানত এর মূল্য ১,০৬৭.৯৯ লক্ষ টাকা যা ঋণের দায় স্থিতির চাইতে বেশী।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঋণ হিসাব সমন্বয় পূর্বক বিচার বিশ্লেষণ করে একটি ঋণ প্রদান করা হয়েছে এর স্বপক্ষে প্রধান কার্যালয় হতে অনুমোদন করা হয়েছে এমন কোন প্রমাণক নাই। মেয়াদোত্তীর্ণ ও সীমাতিরিক্ত দায় থাকা সত্ত্বেও উক্ত ঋণ হিসাব হতে অন্যত্র টাকা ট্রান্সফার করে ক্রমান্বয়ে দায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ বিষয়ে সঠিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ না করেই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির বিষয়ে কিছু বলা হয়নি।
- ঋণের বিপরীতে সহায়ক জামানত এর মূল্য ১,০৬৭.৯৯ লক্ষ টাকা উল্লেখ করা হলেও তা কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে জবাবে কোন মন্তব্য করা হয়নি।
- প্রায় ০১ (এক) বছরের বেশী সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৩/০৪/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ এবং তদারকির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনাম : দীর্ঘদিন পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪,৬৬,৭৫,৪৩৭ (চার কোটি ছেষট্টি লক্ষ পঁচাত্তর হাজার চারশত সায়ত্রিশ) টাকা।

বিবরণ : অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, প্রধান কার্যালয় ও এর আওতাধীন শাখাসমূহের ENTITY & ISSAI BASED AUDIT কর্মসূচী ০৩/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে শুরু করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচীর আওতায় বাবুরহাট শাখার ২০০৯ থেকে ২০১৬ সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে শাখার সিএল বিবরণী, ব্যাংক বিবরণী এবং মেসার্স পিটি টেক্সটাইল এর ঋণের নথি পর্যালোচনা করে পরিলক্ষিত হয় যে, দীর্ঘদিন পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও মঞ্জুরি পত্রের শর্তানুযায়ী আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৪,৬৬,৭৫,৪৩৭ (চার কোটি ছেষট্টি লক্ষ পঁচত্তর হাজার চারশত সায়ত্রিশ) টাকা। (পরিশিষ্ট ''চ", পৃ:-১১)।
বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত হয় যে,

- মহাব্যবস্থাপকের কার্যালয়, ঢাকা সার্কেল-২ এর মঞ্জুরি পত্র নং-মসঢাকা-২/প্রকল্প ঋণ/ নরসিংদী/০৯/২০১১, তারিখঃ ১৯/০৪/২০১১ খ্রিঃ হতে দেখা যায় গ্রাহকের নামে ৪৯:৫১ ঋণ ও ইক্যুইটি অনুপাতে ৪.০৫ কোটি (মেয়াদি মূলধন ঋণ ৩.৭৫ কোটি +চলতি মূলধন ঋণ ০.৩০ কোটি) টাকা প্রকল্প ঋণ মঞ্জুরি প্রদান করেন।
- প্রকল্প ঋণটি প্রতি কিস্তি ২৯,০৫,৮৬২ টাকা এবং অর্জিত সুদসহ মোট ১৭টি ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য। ঋণের প্রথম কিস্তি বিতরণের তারিখ হতে ১২ মাসায়ান্তে পরিশোধযোগ্য হবে। ঋণের প্রথম কিস্তি ১৯/০৭/২০১২ খ্রিঃ বিতরণ করা হয়। উক্ত হিসেবে ঋণটির মেয়াদ ১৮/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। অথচ গ্রাহকের নিকট হতে শর্ত মোতাবেক ঋণের কিস্তি আদায় করতে পারেনি।
- চলতি মূলধন হিসেবে গ্রাহকের নামে ৩০.০০ লক্ষ মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ঋণটি গত ০৮/০৫/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে। দীর্ঘ প্রায় ৪(চার) বছর পূর্বে মেয়াদোত্তীর্ণ হলেও শর্ত মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে টাকা আদায় করতে পারেনি।
- বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৫ তারিখঃ ২৩/০৯/২০১২ খ্রিঃ অনুযায়ী প্রকল্প ঋণের ২টি ত্রৈমাসিক বা ৬টি মাসিক কিস্তি খেলাপি হলে ঋণটি ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত হবে এবং খেলাপি ঋণ আদায়ের জন্য অর্থ ঋণ আদালত আইনের ধারা-৪৬ মোতাবেক আইনী প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে গ্রাহকের নিকট হতে প্রায় ৫ বছরে সর্বমোট ১,৬৪,৭৭,৫৮৬ টাকা আদায় করা হয়েছে, যা মাত্র (১,৬৪,৭৭,৫৮৬ Ø ২৯,০৫,৮৬২)=৫.৬৭টি কিস্তির সমান। সে মোতাবেক গ্রাহকের নিকট হতে ১৭টি কিস্তিই আদায়যোগ্য, গ্রাহকের নিকট বকেয়া রয়েছে (১৭ - ৫.৬৭) =১১.৩৩টি কিস্তি। উক্ত পরিমাণ কিস্তি বকেয়া থাকা সত্ত্বেও খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত নোটিশ প্রদান ছাড়া কোন আইনি ব্যবস্থ গ্রহণ করা হয়নি, এমনকি সময়মত পুনঃতফসিলের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি, যা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ খেলাপি গ্রাহককে সময়ক্ষেপনের সুযোগ প্রদান করেছে মাত্র। গ্রাহকের ঋণটির মেয়াদ ১৮/০৭/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে উত্তীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ দীর্ঘ প্রায় ১৮ মাসের অধিক সময় পূর্বে ঋণটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে।
- উপর্যুক্তভাবে ব্যাংকিং বিধি অনুযায়ী চলতি মূলধনের ক্ষেত্রে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই নবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে, নবায়নযোগ্য না হলে পরবর্তীতে ঋণটি আদায়ের জন্য আইনি প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। কিন্তু গ্রাহকের ঋণ দুটির ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নোটিশ ব্যতীত কোন আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। যদিও দীর্ঘ চার বছর পূর্বে ঋণটি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়েছে। যা ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতাও বটে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রে শর্তাবলী যথাযথ পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- জামানত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় ভূমি অফিসের ভূমি মূল্যের প্রত্যয়ন গ্রহণ করা হয়নি।
- সহায়ক জামানত অতি মূল্যায়ন করা।
- বাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- বাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাবে আপত্তিকৃত ৪,৬৬,৭৫,৪৩৭ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া যথাসময়ে ঋণের অর্থ আদায় করা হলে ব্যাংকের মুলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হত ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- আইনি প্রক্রিয়া শুরু হলে ঋণটি আদায় দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই উক্ত প্রক্রিয়া গ্রহণ না করে ঋণটি নিয়মিত করণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাহকের ঋণটি পুনঃতফসিলকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। পুনঃতফসিল অনুমোদন হলে ঋণটি নিয়মিত হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- খেলাপি গ্রাহকের বিরুদ্ধে ব্যাংক বিধি অনুযায়ী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে প্রায় ০১(এক) বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো হয়নি।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ২৮/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ০৮/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৩/০৪/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ এবং তদারকির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনাম : মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৫,০৯,১১,৫৭৩ (পাঁচ কোটি নয় লক্ষ এগার হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) টাকা।

বিবরণ : অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর আওতাধীন পঞ্চগড়, মুন্সিপাড়া ও মালদহপট্টি শাখার ২০১২ হতে ২০১৬ সালের (ক্ষেত্রবিশেষ) হিসাব ENTITY & ISSAI BASED AUDIT এর আওতায় ১১/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণকেস নথি, ঋণ লেজার/কার্ড পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, মঞ্জুরিকৃত ঋণের অর্থ যথাসময়ে আদায় না হওয়ায় ব্যাংকের আর্থিক ক্ষতি ৫,০৯,১১,৫৭৩ (পাঁচ কোটি নয় লক্ষ এগার হাজার পাঁচশত তিহাত্তর) টাকা (পরিশিষ্ট ''ছ'', পৃঃ-১২)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- পঞ্চগড় শাখার ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান সেন্ট্রাল গেস্ট হাউস (প্রাঃ) লিমিটেড, মুন্সিপাড়া শাখার ঋণ গ্রহীতা প্রতিষ্ঠান এম, আর, ফ্লাওয়ার মিল এবং মালদহপট্টি শাখার ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠান মুনতাহা অটো রাইস মিল এর অনুকূলে মঞ্জুরিকৃত প্রকল্প ঋণ ও ক্যাশ ক্রেডিট মেয়াদান্তে পরিশোধে ব্যর্থ হলে পুন:তফসিল সুবিধা প্রদান করা হয়।
- ঋণ গ্রহিতা প্রতিষ্ঠান গুলো পুন:তফসিল এর সুবিধা প্রদান করা হলেও কিস্তির টাকা যথাসময়ে পরিশোধ না করায় শর্তানুযায়ী পুন:তফসিল সুবিধা বাতিল বলে গণ্য হবে।
- প্রকল্প ভূমি বা সহজামানত হিসেবে গ্রহণকৃত জমির দলিলপত্র সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস হতে যাচাই করত: সাব রেজিস্ট্রার অফিস হতে সহজামানতের দায়মুক্তি সনদ গ্রহণ করার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- গ্রাহক কর্তৃক যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত সম্পত্তি আদালতের হস্তক্ষেপ/অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় করে ঋণ আদায়ের ক্ষমতা ব্যাংকে অনুকূলে অর্পণ সংক্রান্ত Irrevocable General Power of Attorney সম্পাদন করা হয়েছে কি না এই মর্মে কোন তথ্য পাওযা যায়নি।
- ব্যাংকের তালিকাভূক্ত আইনজীবী কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিপরীতে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে কি না তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- সম্পূর্ণ ঋণাঙ্কের জন্য Memorandum of deposit of Cheques সম্প্রদানসহ অগ্রিম যুক্ত চেক গ্রহণ করা হয়েছে কি না তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- অগ্রিম হিসেবে গৃহীত ০২ (দুই)টি চেক পর পর Doshonor হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে দি নিগোশিয়েবল ইনস্ট্রমেন্ট এ্যাক্ট-১৯৮১ এর ১৩৮ ধারা অনুযায়ী অর্থ আদায়ের ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে দায়িত্ব প্রাপ্ত পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক জমির মূল্যায়নপত্র, মিউটেশন সার্টিফিকেট, জমির মালিকানা স্বত্ব সর্ম্পকিত নিষ্কন্টক প্রত্যয়নপত্র পাওয়া যায়নি।
- পুনঃতফসিলের শর্তানুযায়ী ঋণ স্থিতির উপর যথানিয়মে ডাউনপেমেন্ট প্রদানপূর্বক কিস্তির অর্থ যথা নিয়মে পরিশোধের নিয়ম থাকলে শর্তাদি প্রতিপালন করা হয়নি।
- বিতরণকৃত ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রে শর্তাবলী যথাযথ পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- পুন:তফসিলের শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- বাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- বাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাবে আপত্তিকৃত ৫,০৯,১১,৫৭৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া যথাসময়ে ঋণের অর্থ আদায় করা হলে ব্যাংকের মুলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বর্ণিত ঋণের টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- বর্ণিত অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলে বলা হলেও প্রায় ০১(এক) বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১১/০৭/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ এবং তদারকির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনাম : সহায়ক জামানত সম্পত্তির মূল দলিল গ্রহণ ব্যতীত প্রদত্ত ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো) ও প্লেজ এর টাকা আদায় না হয়ে খেলাপি ও কু-ঋণে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষিতে অবলোপনকরণ এবং অবলোপন পরবর্তীতেও আদায় না হওয়ায় ক্ষতি ১,১৪,৯৪,১৬৬ (এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশত ছেষট্টি) টাকা ।

বিবরণ : অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর আওতাধীন ষ্টেশন রোড শাখার ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের হিসাব ENTITY & ISSAI BASED AUDIT এর আওতায় ১১/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ঋণকেস নথি, ঋণলেজার/কার্ড পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, সহায়ক জামানত সম্পত্তির মূল দলিল গ্রহণ ব্যতীত প্রদত্ত ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো) ও প্লেজ এর টাকা আদায় না হয়ে খেলাপি ও কু-ঋণে পরিণত হওয়ার প্রেক্ষিতে অবলোপনকরণ এবং অবলোপন পরবর্তীতেও আদায় না হওয়ায় ক্ষতি টাকা ১,১৪,৯৪,১৬৬ (এক কোটি চৌদ্দ লক্ষ চুরানব্বই হাজার একশত ছেষট্টি) (পরিশিষ্ট ''জ'', পৃঃ-১৩)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- প্রাক্তন ব্যবস্থাপক জনাব এস, জি, আর চৌধুরী (সিঃঅফিসার) কর্তৃক সহায়ক জামানত সম্পত্তির মূল দলিল গ্রহণ ব্যতীত প্রদত্ত ক্যাশ ক্রেডিট (হাইপো) প্রদান এবং প্লেজ গুদাম ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও প্লেজমাল অদৃশ্য হওয়ায় ঋণের টাকা আদায় অনিশ্চিত হওয়ায় ঋণটি খেলাপি ও কু-ঋণে পরিণত হয়েছে।

- অগ্রণী ব্যাংক লিঃ, ঋণ আদায় বিভাগ প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এর ২৮/১০/২০০৩ খ্রিঃ তারিখের অবলোপনের অনুমোদনের কতিপয় শর্ত আরোপ হলেও পরবর্তীতে অবলোপনের শর্ত প্রতিপালন না করায় ব্যাংকের ১,১৪,৯৪,১৬৬.৪২ টাকা ক্ষতি হয়েছে (কপি সংযুক্ত)।

- জামানত হিসেবে দিনাজপুর শহরে পৌরসভার অন্তর্গত জেএল নং-৯৪, খতিয়ন নং-৪৭৪, দাগ নং-৭৩৮/৩ ও ৭৮৭/৪ মোট= ৭ শতাংশ জমি উপরোস্ত পাকা বাড়ী ১২ লক্ষ টাকা মূল্যমান করে ঋণ প্রদান করা হয় কিন্তু উক্ত জমির বন্ধকি সংক্রান্ত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

- প্রকল্প ভূমি বা সহজামানত হিসেবে গ্রহণকৃত জমির দলিলপত্র সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস হতে যাচাই করত: সাব রেজিস্ট্রার অফিস হতে সহজামানতের দায়মুক্তি সনদ গ্রহণ করার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

- প্রকল্প মূল্য কাভার করে বীমা সম্পাদন করা হয়েছে কি না তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

- গ্রাহক কর্তৃক যথাসময়ে ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত সম্পত্তি আদালতের হস্তক্ষেপ/অনুমতি ব্যতিরেকে বিক্রয় করে ঋণ আদায়ের ক্ষমতা ব্যাংকে অনুকূলে অর্পণ সংক্রান্ত Irrevocable General Power of Attorney সম্পাদন করা হয়েছে কি না এই মর্মে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

- ব্যাংকের তালিকাভুক্ত আইনজীবী কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিপরীতে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে কি না তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

- বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে দায়িত্ব প্রাপ্ত পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক জমির মূল্যায়নপত্র, মিউটেশন সার্টিফিকেট, জমির মালিকানা স্বত্ব সর্ম্পকিত নিষ্কন্টক প্রত্যয়নপত্র প্রদানের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

- বিতরণকৃত ঋণের অর্থ আদায় না হওয়ায় ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না তার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রের শর্তাবলী যথাযথ পরিপালন না করে ঋণ বিতরণ করা।
- ব্যাংকের তালিকাভুক্ত আইনজীবী কর্তৃক মঞ্জুরিকৃত ঋণের বিপরীতে মতামত গ্রহণ করা।
- বীমা না করা।
- বন্ধকি সম্পত্তির দলিল গ্রহণ না করে ঋণ প্রদান করা।
- বাংক কর্তৃপক্ষের তদারকির অভাব।
- আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

ফলাফল :

- ব্যাংক কর্তৃপক্ষের যথাযথ তদারকির অভাবে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে ১,১৪,৯৪,১৬৬ টাকা। এছাড়া যথাসময়ে ঋণের অর্থ আদায় করা হলে ব্যাংকের মুলধন ঘাটতি এবং কু-ঋণ প্রভিশন কম হত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- বর্ণিত ঋণের টাকা আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অর্থ আদায়ের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে বলে বলা হলেও প্রায় ০১(এক) বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হলেও নিরীক্ষা কার্যালয়কে জানানো হয়নি।
- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১১/০৭/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ এবং তদারকির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম : অবসর প্রাপ্ত/মৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রদত্ত অবসর সুবিধা হতে গৃহীত গৃহ নির্মাণ ঋণ সমন্বয় না করে অনিয়মিতভাবে অবসরোত্তর কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা প্রদান করায় গৃহ নির্মাণ ঋণের অনাদায়ি ৮,৬২,৯০,২৬৫ (আট কোটি বাষট্টি লক্ষ নব্বই হাজার দুই শত পঁয়ষট্টি মাত্র) টাকা ।

বিবরণ : অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, জিএম অফিস, রংপুর বিভাগ, রংপুর এর ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, সেতাবগঞ্জ, ষ্টেশন রোড, বিরামপুর, পার্বতীপুর, মুন্সিপাড়া, হাকিমপুর, পুলহাট, পুরাতনবাজার, ফুলবাড়ী(দিঃ), মালদহপট্টি, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, জলঢাকা, গাইবান্ধা ও রংপুর শাখার ২০১২ থেকে ২০১৬ সালের (ক্ষেত্রবিশেষ) হিসাব ENTITY & ISSAI BASED AUDIT এর আওতায় ১১/১২/২০১৭ খ্রিঃ হতে ২৮/০২/২০১৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে ব্যক্তিগত নথি, হাউস বিল্ডিং লোন বিবরণী পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, অবসর প্রাপ্ত/মৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রদত্ত অবসর সুবিধা হতে গৃহীত গৃহ নির্মাণ ঋণ সমন্বয় না করে অনিয়মিতভাবে অবসরোত্তর কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা প্রদান করায় গৃহ নির্মাণ ঋণের অনাদায়ি ৮,৬২,৯০,২৬৫ (আট কোটি বাষট্টি লক্ষ নব্বই হাজার দুই শত পঁয়ষট্টি) টাকা। (পরিশিষ্ট ''ঝ'', পৃঃ-১৪-১৬)।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নথিঃ ৫৩.০০৬.০০১.০০.০৯. ১০৩.১০৩. ২০১২/৫৩ তারিখঃ ২৩/০১/১৩ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ নং (৫) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ''অবসরগ্রহণকারী/ PRL এ গমণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে বরাদ্দকৃত গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র/স্থায়ী আমানত গ্রহণের সুবিধা বাতিল করতে হবে এবং ইতোমধ্যে এ ধরণের সুবিধা গ্রহণকারীদের সঞ্চয়পত্র/স্থায়ী আমানত ভাঙ্গিয়ে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়/সমন্বয় করতে হবে''।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায়- পরিশিষ্টে বর্ণিত অবসর প্রাপ্ত/মৃত কর্মকর্তা কর্মচারীগণকে প্রদত্ত অবসর সুবিধা হতে গৃহীত গৃহ নির্মাণ ঋণ সমন্বয় না করে অনিয়মিতভাবে অবসরোত্তর কিস্তিতে পরিশোধের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

অনিয়মের কারণ :

- মঞ্জুরিপত্রে শর্তাবলী যথাযথ পরিপালন না করা।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের ২৩/০১/২০১৩ খ্রিঃ এর আদেশ প্রতিপালন না করা।
- গৃহিত গৃহ নির্মাণ ঋণ সমন্বয় না করে অনিয়মিতভাবে সুবিধা প্রদান করা।

ফলাফল :

- আর্থিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত ।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব :

- প্রধান কার্যালয়ের আদেশ মোতাবেক উক্ত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য :

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের নথিঃ ৫৩.০০৬.০০১.০০.০৯. ১০৩.১০৩. ২০১২/৫৩ তারিখঃ ২৩/০১/১৩ খ্রিঃ এর অনুচ্ছেদ নং (৫) এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী "অবসরগ্রহণকারী/ PRL এ গমণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে বরাদ্দকৃত গৃহ নির্মাণ ঋণ আদায়ের লক্ষ্যে সঞ্চয়পত্র/স্থায়ী আমানত গ্রহণের সুবিধা বাতিল করতে হবে এবং ইতোমধ্যে এ ধরণের সুবিধা গ্রহণকারীদের সঞ্চয়পত্র/স্থায়ী আমানত ভাঙ্গিয়ে আপত্তিকৃত অর্থ আদায়/সমন্বয় করতে হবে"। যা করা আবশ্যক ছিল।

- উল্লিখিত অনিয়মের বিষয়ে ১১/০৭/১৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারি করা হয় এবং ১৬/০৮/১৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র দেয়া হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৫/০৩/১৯ খ্রিঃ তারিখে সচিব বরাবর আধাসরকারি পত্র দেয়া হলেও জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ :

- ঋণ মঞ্জুরি পত্রের শর্তাদি প্রতিপালন না করে ঋণ বিতরণ এবং তদারকির সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণসহ আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যক।

- অনাদায়ি অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই-বাছাই করে অনিয়মের সাথে জড়িত প্রকৃত অর্থ নির্ধারণ করা আবশ্যক। অধিকন্তু, ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম রোধের নিমিত্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যৌক্তিক।

স্বাক্ষরিত

তারিখ: ১১/১২/১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৫/০৩/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

(মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিএএ)
মহাপরিচালক
শিল্প, বাণিজ্য ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাঃসঃমুঃ-২০১৯-২০২০/৬৬০০কম/এ—৮০০ বই, ২০২০।